ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপুরা

কামালঘাট, মোহনপুর, পশ্চিম ত্রিপুরা-৭৯৯২১০

সেহা নং-আইইউ-ত্রিপুরা/ ১(৮)/২০১৫-১৬/ডি-৫৮৮ তারিখঃ ১৭ই নভেম্বর ২০১৫ ইং

ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় তথ্য

২০২২ সাল নাগাদ ত্রিপুরায় ২২০০ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন হবে

আগরতলা, ১৭ নভেম্বর ঃ
কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন ও পুর্ননবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রকের পৃষ্ঠপোষকতায় ও সেকেরকোটস্থিত এন বি ইনষ্টিটিউট অব রুরাল টেকনোলজি-র সহায়তায় ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরার কামালঘাটস্থিত ক্যাম্পাসে মঙ্গলবার থেকে ৬-দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা শুরু হয়েছে। কর্মশালা চলবে ২২ নভেম্বর অব্দি।

সৌরবিদ্যুৎের উৎপাদন এবং ব্যবহার সম্পর্কিত এই কর্মশালার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিধায়ক হরিচরণ সরকার। বিশেষ আতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অর্কনীড়ের প্রধান তথা বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ এস পি গণ চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য অধ্যাপক বিপ্লব হালদার। এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মোট ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহন করেছে। ওড়িষ্যা থেকেও একজন প্রশিক্ষণার্থী এসেছে।

প্রধান বক্তার ভাষণে বিধায়ক হরিচরণ সরকার এধরণের কর্মশালা আয়োজনের জন্য ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ও এন বি ইনষ্টিটিউট অব রুরাল টেকনোলজির ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, সারা দেশের পাশাপাশি ত্রিপুরাতেও সৌরবিদ্যুৎের ব্যবহার ক্রমশ বাড়ছে। এমন সময়ে এধরণের কর্মশালার আয়োজন নিশ্চিতভাবেই সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারকারী, উৎপাদক, প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট সকলকে নতুন দিশা দেখাবে।

বিশেষ অতিথি তথা বিশিষ্ট সৌরবিদ্যুৎ গবেষক এস পি গণ চৌধুরী উনার মূল ভাষণে জানান, সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে সারাবিশ্বেই বাড়ছে সৌরবিদ্যুৎের ব্যবহার। এরই সাথে বাড়ছে কর্মসংস্থান সৃষ্টির সমূহ সম্ভাবনা। উনার মতে, আগামী কয়েক বছরে উৎপাদনের পাশাপাশি সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার পৃথিবীজুড়েই হু হু করে বাড়বে। এর ফলে পরিবেশ দূষণ যেমন কমবে তেমনি তৈরী হবে কর্মসংস্থানের বিরাট পরিধি।

তিনি তথ্য দিয়ে জানান, জাতীয় সোলার মিশনের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০২২ সাল নাগাদ শুধু ভারতেই এক লক্ষ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন হবে। কর্মসংস্থান হবে ৪০ লক্ষ যুবক যুবতীর। একই সময়ে ত্রিপুরায় সৌরবিদ্যুৎের উৎপাদন বেড়ে দাঁড়াবে ২২০০ মেগাওয়াটে। যা তৎকালীন সময়ে চাহিদার একটা সিংহভাগ পূরণে সক্ষম হবে। প্রত্যক্ষ ও অ-প্রত্যক্ষভাবে প্রায় ৪০ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হবে।

সভাপতির ভাষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য বলেন, আগামী কয়েক বছরে সৌরবিদ্যুৎের উৎপাদন ও ব্যবহার সারা দেশে কুটির শিল্পের রূপ নেবে। এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে স্থানীয় আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায়। অধ্যাপক হালদার জানান, একটা সময় আসবে যখন গ্রামেগঞ্জে প্রতিটি পরিবার সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন করার পর প্রয়োজন মিটিয়ে উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ বিক্রি করবে।

প্রেস বিবৃতি